ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩৩ ● কলকাতা ● ০৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৮ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মালদহের সেই দুলালের স্ত্রীর হাতেই জেলার দায়িত্ব দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বছরের শুরুতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের মালদহের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি দুলাল সরকা। জেলা সামলানোর পাশাপাশি ২৫ বছর ধরে ইংলিশবাজার পুরসভার কাউন্সিলরও ছিলেন তিনি। এবার সেই দুলাল সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকারকে মালদহ জেলার চেয়ারপার্সন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

নজরে শিলিগুড়ির 'চিকেনস নেক'?

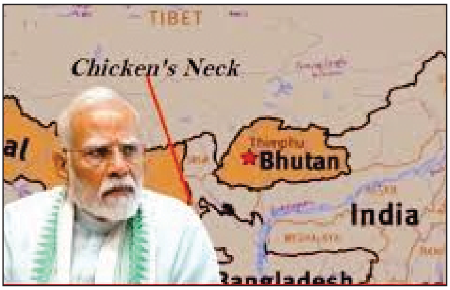

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের পরিবেশ বজায় রয়েছে। আর সেই আবহেই অন্য দুই পড়শি দেশের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি হল। কারণ গোয়েন্দা সূত্রে খবর মিলেছে, ভারতের 'চিকেনস নেক'-এর উপর নজর রয়েছে চিনের। আর এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ।

এমনকি সম্প্রতি একাধিক বার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও করেন ইউনূস। তিনি জানান, ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্য স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা। তাদের কাছে সমুদ্রে যাওয়ার রাস্তা বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সেই নিরিখে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। তাই চিনের কাছে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটানোর রাস্তা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সীমান্তের অদূরে চিনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিমাঘাঁটি গড়া নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।যৌথ সহযোগিতায় সেখানে বিমানঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা চলছে।

নেপাল এবং বাংলাদেশের মাঝে

এরপর ৩ পাতায়

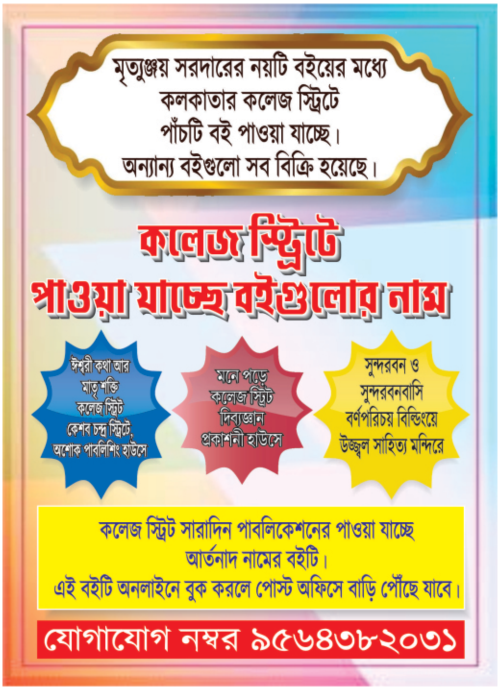

দিলীপ পত্নী রিঙ্কুপুত্রের মৃত্যুতে রহস্যের জট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তখন পেরিয়ে গিয়েছে মধ্যরাত। সম্পর্কে আগেই ঘটেছে অবনতি। তবু অত রাতে রিঙ্কুপুত্রর ফ্ল্যাটে কেন হাজির হলেন তাঁর লিভ ইন পার্টনার তথা সহকর্মী ও বান্ধবী? এই প্রশ্ন তুলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রিঙ্কু মজুমদারের ঘনিষ্ঠরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশও। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, বন্ধু প্রীতমের মৃত্যুর পর ফ্ল্যাট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর বান্ধবী ফের ঢোকার চেষ্টা করলেন ফ্ল্যাটে?তিনি বলেন, তাঁর ল্যাপটপ ফ্ল্যাটে পড়ে রয়েছে। তিনি সেটি ফেরত চান। রিঙ্কুদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবতীকে জানানো হয়, ওই ফ্ল্যাটে এখন তালা দেওয়া রয়েছে। তার চাবি রয়েছে তাঁদের এক পরিচিতর কাছে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ওই ফ্ল্যাট খোলা এখন সম্ভব নয়। পুলিশ সেই ফ্ল্যাট খুলে তদন্ত করতে পারে। এর কিছুক্ষণ পর নিউটাউন থানার আইসি-র নাম করে তিনি ফ্ল্যাটটি খুলে ল্যাপটপ দিতে বলেন। যেহেতু পুলিশ রিঙ্কুদের এই ব্যাপারে কিছু জানায়নি, তাই তাঁরা ফ্ল্যাট খুলতে রাজি হননি। এরপর প্রশ্ন উঠেছে, ওই যুবতীর আসল উদ্দেশ্য কী ছিল? শুধুমাত্র ল্যাপটপটি জোগাড় করা, না কি রাতে ফ্ল্যাটে ঢুকে কোনও তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করা? এরপরও ওই যুবতী গভীর রাতে সাপুরজি আবাসনে গিয়েছিলেন বলে পরিবার ও পুলিশ খবর পেয়েছে। এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।সদ্য সন্তান হারানো মা রিঙ্কুকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে বারবার ফোন করে কেনই বা ফ্ল্যাটে ফেলে যাওয়া ল্যাপটপ চেয়ে জোর করলেন ওই যুবতী?

গত মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে অভিজাত আবাসন সাপুরজির ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় বঙ্গ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারের ছেলে সৃঞ্জয় দাশগুপ্ত ওরফে প্রীতমের দেহ। রিঙ্কু প্রীতমের বান্ধবীর কাছ থেকে সেই খবর পেয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ওই বান্ধবী তথা লিভ ইন পার্টনার যুবতীকে পাশে প্রীতমের শবশকটের কাছে রিঙ্কুর পাশে দেখা যায়। রিঙ্কুদের পরিবারের পক্ষ থেকে ওই যুবতীকে বলা হয় প্রীতমকে বিয়ে করতে। কিন্তু এখনই বিয়ে করতে তিনি রাজি নন বলে জানিয়ে দেন যুবতী। অভিযোগ, যুবতী রিঙ্কুকে মেসেজ করে জানান যে, প্রীতম তাঁর কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়েছেন। ওই টাকা ফেরত দেন রিঙ্কু। এর পর থেকে প্রীতম ও যুবতীর মধ্য সম্পর্কের অবনতি হয়। রিঙ্কু ও প্রীতম যুবতীকে ফ্ল্যাটে আসতে বারণ করেন।

সেখানেই প্রশ্ন উঠেছে, কী এমন হল যে, গভীর রাতে প্রীতমের ফ্ল্যাটে যুবতীকে আসতে হল, আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন প্রীতম? সেই ক্ষেত্রে প্রীতমের সঙ্গে যুবতীর কি এমন কোনও কথা হয়, তা নিতে পারেননি প্রীতম? যুবতীর কথায় প্রীতম কি অবসাদে চলে যান, যে কারণে তিনি রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করে ফেলেছিলেন বা ওষুধের ওভারডোজ করেছিলেন? পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, সেই উত্তর জানতে শুধু ওই যুবতীকে নয়, জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন প্রীতমদের আরও দুই বন্ধুকে, যাঁরা গত সোমবার রাতে ওই ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রাত তিনটের সময় আসেন। এর পর সারা রাত ধরে চলে তাঁদের পার্টি। রিঙ্কু মজুমদারের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রীতমের শেষকৃত্যের পর তাঁর ওই বান্ধবী, যাঁর সঙ্গে রিঙ্কুর ছেলের দু'বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাঁর আচরণই সন্দেহজনক বলে মনে হয় প্রত্যেকের। পরিবারের লোকেরা যখন নিমতলা শ্মশান থেকে প্রীতমের শেষকৃত্য সেরে বাড়ি ফেরেন, তারপর থেকেই রিঙ্কর মোবাইলে ফোন করতে থাকেন ওই যুবতী।

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার জনপ্রিয় ইউটিউবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দিল্লি: নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল জনপ্রিয় ভ্রমণ ব্লগার এবং ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তাঁকে দেশবিরোধী কার্যকলাপ এবং আইএসআইয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। জ্যোতি 'ট্রাভেল উইথ জো' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল চালান।জ্যোতির সঙ্গে পাক গুপ্তচরদের একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের উন্মোচন করা হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার বেশ কয়েকটি জেলার মানুষ রয়েছে। এই সকল অভিযুক্ত হয় পাকিস্তানি এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল অথবা তাদের জন্য আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছিল। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে ৩২ বছর বয়সী গজালা। সে দানিশের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে জড়িত ছিল।

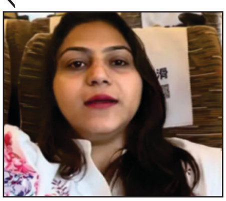

পাশাপাশি ভিসা প্রক্রিয়ায় সহায়তাও করত। এছাড়াও, ইয়ামিন মহম্মদ হাওলা এবং অন্যান্য মাধ্যমে টাকা পাঠাতে দানিশকে সাহায্য করত। হরিয়ানার কাইথালয়ের দেবিন্দর সিং ধিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান সফরের সময় পাতিয়ালা ক্যান্টনমেন্টের ভিডিও পাকিস্তানি এজেন্টদের কাছে পাঠিয়েছিল সে।হরিয়ানার নুহ থেকে আরমান নামে এক স্থানীয় মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পাকিস্তানি এজেন্টদের নির্দেশে ভারতীয় সিম কার্ড সরবরাহ করত। পাকিস্তান ভ্রমণকালে তিনি আইএসআই-এর এজেন্টদের সংস্পর্শে আসেন। এই মামলায় এখন পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা সকলেই হরিয়ানা এবং পঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

তথ্য বলছে, জ্যোতি মালহোত্রা ২০২৩ সালে পাকিস্তান সফর করেছিলেন। কমিশনের মাধ্যমে ভিসা নিয়ে তিনি এই ভ্রমণ করেন। এই সময়ে, জ্যোতির সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মচারী এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশের দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে জ্যোতির গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দানিশের মাধ্যমে জ্যোতি পরিচিত হন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার অন্যান্য এজেন্টদের সঙ্গে। এদের মধ্যে ছিল আলি এহসান এবং শাকির ওরফে রানা শাহবাজ (রানার নাম জ্যোতির ফোনে 'জট রানধাওয়া' নামে সেভ ছিল)। এরাই জ্যোতির পাকিস্তানে থাকার বন্দোবস্ত করেছিল।

জ্যোতি হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো এনক্রিপ্টেড

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

নজরে শিলিগুড়ির 'চিকেনস নেক'?

ভারতীয় ভূখণ্ডের যে সঙ্কীর্ণ অংশ, মানচিত্রে সেটির আকার মুরগির ঘাড়ের মতো দেখায়। তাই ওই অংশকে 'চিকেনস নেক' বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি, মাডিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া ও ইসলামপুরের কিছু অংশ ওই 'চিকেনস নেক'-এর মধ্যে পড়ে, যাকে শিলিগুড়ি করিডরও বলা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে গোটা দেশের সংযোগ রক্ষায় এই শিলিগুড়ি করিডর' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুহূর্তে চিন ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গতিবিধিই শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে দিল্লির মাথাব্যথা বাড়িয়ে তুলছে বলে খবর। গোয়েন্দাসূত্রে খবর সম্প্রতি শিলিগুড়ি করিডরের অনতিদূরে, বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের লালমনিরহাটে পৌঁছন চিনা আধিকারিকরা। সেখানে বিমানঘাঁটি গড়ে তোলা নিয়ে পরিস্থিতি তদারকি করেন তাঁরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লালমনিরহাটে একটি বিমানঘাঁটি ছিল। দেশভাগের পর বাংলাদেশ বায়ুসেনা সেটি ব্যবহার করত। ২০১৯ সালে সেখানে বাংলাদেশ এ্যারোস্পেস এবং এভিয়েশন ইউনিভার্সিটিকে ক্যাম্পাস গড়তে জমি দেওয়া হয়। এখন সেখানেই নতুন বিমানঘাঁটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আর তাতে চিনের সহযোগিতা চেয়েছে তারা।

চলতি বছরের মার্চ মাসে লালমনিরহাটে বিমানঘাঁটি গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। রংপুর ডিভিশনের ওই জায়গাটি ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সাধারণ যাত্রীদের জন্য ওই বিমানঘাঁটি ব্যবহৃত হয়, না কি সেখানে বায়ুসেনার প্রশিক্ষণ চলবে, সেদিকে কড়া নজর রেখেছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। সেনার এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে বিষয়টি সামনে এনেছে Assam Tribune. ওই আধিকারিক বলেন, 'চিন এবং পাকিস্তানের মতো দেশকে বাংলাদেশ বিমানঘাঁটিটি ব্যবহার করতে দেয় কি না, সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তার খাতিরে বাংলাদেশ বিমানঘাঁটি তৈরি করতেই পারে। কিন্তু সেটি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা কাম্য নয়।'

শিলিগুড়ি করিডর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে যথেষ্ট সেনা মোতায়েন রেখেছে দিল্লি। শিলিগুড়ির কাছেই রয়েছে ত্রিশক্তি কর্পসের সদর দফতর। হাসিমারা বায়ুসেনাঘাঁটিতে রয়েছে রাফাল স্কোয়াড্রন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, বাংলাদেশের ওই বিমানঘাঁটি থেকে ভারতীয় সেনার গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হতে পারে। ওই বিমানঘাঁটি ভারতবিরোধী তথ্য সংগ্রহের ঘাঁটি হয়ে উঠতে পারে।

চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘাত নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে বৈরিতার সূত্রপাত গত কয়েক মাসে। গত বছর শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হন ইউনূস। কিন্তু তাঁর আমলে দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কে দূরত্ব লাগাতার বেড়েছে। আর ভারতের সঙ্গে দূরত্ব যত বেড়েছে, ততই চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম মহরম শুরু হয়েছে বাংলাদেশের।

(১ম পাতার পর)

মালদহের সেই দুলালের স্ত্রীর হাতেই জেলার দায়িত্ব দিলেন মমতা

পদে বসালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার জেলাওয়াড়ি সাংগঠনিক রদবদল করেছে তৃণমূল। শাসকদলের এই রদবদলের ব্যাপারে সবার আগে লিখেছিল দ্য ওয়াল। জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নতুন তালিকা প্রকাশ হতে বেশ কিছু জেলায় রদবদল দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালদহ।

দুলালের স্ত্রী চৈতালিও দীর্ঘদিন ধরে শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত। অতীতে জেলায় মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী ছিলেন তিনি। একাধিক আন্দোলনেও মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। ইংলিশবাজার পুরসভার কাউন্সিলরও হন। এবার দলের গুরু দায়িত্ব বর্তাল তাঁর কাঁধে।

দুলাল সরকারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। দুলাল খুন হওয়ার পর মালদহে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন মমতা। সে সময়ই তিনি জানিয়েছিলেন, চৈতালির পাশে থাকবে দল। চৈতালির কথায়,"দিদি সব সময় পাশে থেকেছেন। তবে এতবড় দায়িত্ব দেবেন, ভাবিনি। চেষ্টা করব, ঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করার।"

এতদিন জেলায় দলের চেয়ারপার্সন ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের কাজ থেকে অব্যাহতিও চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দুলালের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য নেত্রী তাঁর স্ত্রীকে বেছে নিলেন বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

হাওড়ার বাঁধাঘাটে চলন্ত লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হাওড়া: চলন্ত লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির.লঞ্চ কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার ওই দম্পতি। শনিবার সকালে সালকিয়া (Salkia) বাঁধাঘাট থেকে ভূতল পরিবহনের লঞ্চে কলকাতা আহিরিটলা যাবার জন্য ওঠেন এক দম্পতি.লঞ্চ মাঝ গঙ্গায় এলে দুজনে একসাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন.কোনভাবেই ওই দম্পতি কোন সাহায্য না পেয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শনিবার সকালে লঞ্চে উঠে মাছ গঙ্গায় লঞ্চ গেলে সেখান থেকে দুজন দুজনের হাত ধরে ঝাঁপ দেন। ওই দম্পতি লঞ্চের রেলিং এর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল বলে লঞ্চের প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রীরা পুলিশকে জানিয়েছে। লঞ্চটি মাঝ গঙ্গায় গেলে লঞ্চের রেলিং সরিয়ে তারা ঝাঁপ দিয়েছিলেন মাঝ গঙ্গায়। মহিলার পরনে ছিল শাড়ি এবং বৃদ্ধের উপর নিছিল ফুল প্যান্ট ও ফুলহাতা সাদা জামা। পুলিশ ওই বৃদ্ধ দম্পতির মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছে থানায়। তৎপরতার সঙ্গে লঞ্চের দুই কর্মী মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ওই দম্পতিকে স্পিডবোর্ডের মাধ্যমে উদ্ধার করে বাঁধা ঘাটে ফেরি পারাপার কর কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করে ফের আইডলার উদ্দেশ্যে

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

নূর খানে ভারতের প্রত্যাঘাতের কথা মানলেন শরিফ

অপারেশন সিঁদুরের পরই মরিয়া হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান। ড্রোন হামলার চেষ্টা থেকে ক্ষেপনাস্ত্র, সীমান্তের ওপার থেকে টানা গোলাগুলি, কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু চার দিন যেতে না যেতেই দম শেষ ! এক প্রকার সারা বিশ্বের কাছে কাকুতি মিনতি জুড়ে দেয় পাকিস্তান। ভাইরাল হয়ে যায় শাহবাজ শরিফের সেই ভিডিও, যেখানে উনি মন্ত্রিসভার সকলের কাছে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে বলছেন....এখন পাকিস্তানের পাশে শুধু তুরস্ক ছাড়া কেউ নেই !বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বিষয়টি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেন। লেখেন, নুর খান বিমানঘাঁটি এবং অন্যান্য স্থানে বোমা হামলার কথা শরিফ নিজেই স্বীকার করেছেন। "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ নিজেই স্বীকার করেছেন , জেনারেল আসিম মুনির তাঁকে রাত আড়াইটা নাগাদ ফোন করে জানিয়েছিলেন যে ভারত নূর খান বিমান ঘাঁটি এবং আরও বেশ কয়েকটি স্থানে বোমা হামলা চালিয়েছে। ... প্রধানমন্ত্রী মাঝরাতে পাকিস্তানের ভেতরে হামলার খবর পেয়ে ঘুম থেকে উঠেছিলেন। এটি "অপারেশন সিন্দুর"-এর নির্ভুল লক্ষ্য এবং বিক্রমের প্রমাণ" মালব্য শুক্রবার তাঁর অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে থেকে পোস্ট করেন।তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভারতের ক্রমাগত প্রত্যাঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বিশেষত পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে দুরমুশ করে ছেড়েছে ভারত। আর সব থেকে বড় ঘা, যা এদ্দিন স্বীকার করেনি পাকিস্তান , তা হল রাজধানী ইসলামাবাদ সংলগ্ন নূর খান ছাউনিতে ভারতের প্রত্যাঘাত। সেখানে আঘাত হানতেই সংঘর্ষবিরতিতে মরিয়া হয়ে ওঠে পাকিস্তান। যদিও এ কথা এদ্দিন মানতেই চাননি শাহবাজ শরিফ, আসিম মুনিররা। এবার মানলেন।

পাকিস্তান মনুমেন্টে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় শরিফ বলেন, ৯ মে এবং ১০ মে রাত। সময় তখন আড়াইটা মতো। ফোন করে ঘুম থেকে তোলেন জেনারেল আসিম মুনির । ধড়মড়িয়ে উঠে শরিফ জানতে পারেন, ভারত একেবারে পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ভেতরে ঢুকে প্রত্যাঘাত করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "৯/১০ তারিখ রাতে, জেনারেল আসিম মুনির আমাকে ফোন করে জানান যে ভারত নূর খান বিমানঘাঁটি সহ আমাদের বেশ কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমা হামলা চালিয়েছে।"

নূর খান ছাউনি পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক জায়গা। বলা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কলিজা। এটাই সেনা বাহিনীর প্রধান পরিবহন কেন্দ্র। আকাশে থাকা অবস্থায় কোনও যুদ্ধবিমানের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে এই নূর খান ছাউনি থেকেই জ্বালানি নেয় তারা। আর এই ছাউনি থেকে ইসলামাবাদ খুব দূরে নয়। তাই এই হানা কার্যত পাকিস্তানের বুকে তীর মেরে দেওয়ার সামিল। ভারতের সেনা বাহিনী সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানালেও , মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন শরিফরা। অবশেষে বিশ্বের কাছে বেরিয়েই এল সত্যিটা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রিশতম পর্ব)

তাই বিষ্ণুশক্তি হিসেবে লক্ষ্মীর হস্তে পদ্ম থাকাটা স্বাভাবিক। আবার পদ্ম ভক্তিরও প্রতীক। দেবী ভক্তদের ভক্তি প্রদান করেন তাই ভক্তিপদ্ম তার হস্তে।লক্ষ্মী দেবীর অবতারবিষ্ণুর মত লক্ষ্মী দেবীরও অবতার রয়েছে। সীতা, রুক্মিণী, রাধা প্রভৃতি দেবী লক্ষ্মীর অবতার। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে লক্ষ্মী দেবীর যে নয়টি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল- বিভূতি, উন্নতি, কামিত্ম, হৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি। মৎস্য পুরাণ মতে সরস্বতীর অষ্টশক্তির এক শক্তি হলেন লক্ষ্মী। সরস্বতীর অষ্টশক্তি হল লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার জনপ্রিয় ইউটিউবার

প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শুধু যে পাকিস্তানের পক্ষে এক ইতিবাচক ভাবমূর্তিই উপস্থাপন করছিলেন তাই নয়, পাশাপাশি বহু সংবেদনশীল তথ্যও শেয়ার করেছিলেন। পাকিস্তানে থাকাকালীনই একজন পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় জ্যোতির। তাঁরা দুজনে মিলে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে গিয়েছিলেন।

অভিযোগ, জ্যোতি ভারতীয় স্থান সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য দিচ্ছিলেন দিল্লিতে থাকা পাকিস্তানি কূটনীতিক দানিশকে। গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত থাকার জন্য ভারত সরকার চলতি বছরের ১৩ মে এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশকে ব্যক্তিগতভাবে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং দেশত্যাগের নির্দেশ দেয়। জ্যোতিকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান শুধুমাত্র ইউটিউবারকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার এবং গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ব্যবহার করছিল।

পুরো বিষয়টিতে জ্যোতি সহ ৬ জন জড়িত ছিল। তাদের হিসার, কৈথাল, নুহ (হরিয়ানা) এবং মালেরকোটলা (পাঞ্জাব) -এ পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং পিএইচসি কর্মচারীদের এজেন্ট বা আর্থিক সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করতে দেখা গিয়েছে।

জ্যোতি মালহোত্রার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (BNS) ধারা ১৫২ এবং অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ এর ধারা ৩, ৪ এবং ৫ এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখন এই মামলার তদন্ত হিসারের আর্থিক অপরাধদমন শাখার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে যেটি যোনির আকৃতিবিশিষ্ট। সেটিতে প্রায় দশ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যায়। একটি ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল বেরিয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ত্রিপুরায় ৪২.৪ কোটি টাকার সমন্বিত অ্যাকোয়াপার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং মৎস্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ১৭ মে, ২০২৫

কেন্দ্রীয় মৎস্য পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের মন্ত্রী, শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং ১৮ মে ২০২৫ তারিখে ত্রিপুরার কৈলাশহরে অবস্থিত সমন্বিত অ্যাকোয়াপার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং আগরতলা থেকে একদিনের মৎস্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৪২.৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই পার্কটি স্থাপন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সরকারের মৎস্যমন্ত্রী শ্রী সুধাংশু দাসের সঙ্গে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ানও উপস্থিত থাকবেন।

এই উপলক্ষে, মৎস্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের মধ্যে শংসাপত্র/অনুমোদন আদেশ বিতরণ করা হবে যার ফলে যোগ্য মৎস্যজীবী এবং মৎস্য চাষীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হবে। সেরা কর্মক্ষম সমবায়, মৎস্য চাষী উৎপাদক সংস্থা এবং মৎস্য স্টার্ট-আপগুলিকেও এক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে সমর্থিত সুবিধাভোগীরা শংসাপত্র পাবেন, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি সরকারের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

মৎস্য অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় মৎস্য পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হিসেবে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়াপার্ক স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই অ্যাকোয়াপার্কগুলিকে সমন্বিত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে যা হ্যাচারি এবং ফিড মিল থেকে শুরু করে কোল্ড স্টোরেজ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রশিক্ষণ এবং বিপণন, সব পরিষেবা এক ছাদের নীচে প্রদান করে। এই পরিষেবাগুলি শুধুই ভৌত কাঠামো নয়; এগুলি মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অনুঘটক; বিশেষ করে এই অঞ্চলের যুব ও মহিলাদের জন্য। পার্কগুলি একটি হাব-এন্ড-স্পোক মডেলে কাজ করবে, যা আঞ্চলিক চাহিদা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলি পূরণের জন্য চাহিদা অনুরূপ(কাস্টমাইজ) করা হয়েছে। এই সমন্বিত পদ্ধতি উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার মূল্য শৃঙ্খলের সমস্ত দিককে, এন্ড-টু-এন্ড সম্পূর্ণ সমাধান প্রদান, সর্বাধিক আউটপুট সুনিশ্চিতকরণ এবং সুস্থায়ী বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। এই প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। খাদ্য হিসেবে প্রতি বছর মাথাপিছু ২৯ কেজিরও বেশি মাছ খাওয়ার হার সহ রাজ্যটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা এবং নীল বিপ্লবের অধীনে, ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা কোটি কোটি টাকার প্রকল্প পেয়েছে। গত ১০ বছরে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তি আদান-প্রদান, জেলেদের কল্যাণ এবং বাজার হস্তক্ষেপে সহায়তা করার জন্য ৩১৯ কোটি টাকা পেয়েছে।

ত্রিপুরার কৈলাশহরে অবস্থিত সমন্বিত অ্যাকোয়াপার্ক রাজ্যে মাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের জন্য পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে, যার ফলে এর মূল্য শৃঙ্খলের বিস্তৃত অংশীদাররা উপকৃত হবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(৩ পাতার পর)

হাওড়ার বাঁধাঘাটে চলন্ত লঞ্চ থেকে মাঝ গঙ্গায় ঝাঁপ দম্পতির

রওনা দিয়েছিল।সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের কর্মীরা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তৎপরতার সাথে সেফটি টায়ারের সাহায্যে জীবিত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় দুজনের।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লিলুয়া ভট্টনগরের বাসিন্দা ওই দম্পতির একমাত্র কন্যার ব্যবহারে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন দুজনে। সে কারণে এই ঘটনা। চলন্ত লঞ্চ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা দম্পতির।লঞ্চ কর্মীদের তৎপরতায় দুজনকেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের থানায় বর্তমানে কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।যে দুজন লঞ্চ কর্মী ওই দম্পতির মন বাঁচিয়েছেন তাদের পুরস্কৃত করবে ভূতল পরিবহন নিগম। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল হাওড়ার বাঁধাঘাট এলাকায়। দম্পতির নিকট আত্মীয়দের থানা থেকে খবর দেওয়া হয়েছে।প্রথমদিকে জানা গিয়েছিল যে ওই দম্পতির কন্যা নেই।কিন্তু থানায় দীর্ঘ জেরার পর পুলিশ জানতে পারে ওই দম্পতির একটি মাত্র মেয়ে রয়েছে। কিন্তু সে ওই বৃদ্ধ বাবা-মার দেখাশোনা করে না। কোনো আর্থিক সাহায্য করে না। শুধু তাই নয় ওই দম্পতি হাওড়ার যেখানে যে বাড়িটিতে থাকেন সেই বাড়িটি একটি প্রোমোটার এবং স্থানীয় কিছু মানুষজন নিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করেছেন।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি

পাকিস্তানের উন্নতির শেষ সুযোগ, ভারতের সামরিক দক্ষতা উদাহরণ হয়ে উঠল

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১৭ মে, ২০২৫ (এজেন্সি)। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পর পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত। গত মাসের ২২ তারিখে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পাক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা ২৬ জন নিরীহ পর্যটককে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর জবাবে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ৬-৭ মে রাতে এক ভয়াবহ আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানে পরিচালিত ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। এই হামলায় ১০০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কান্দাহার বিমান ছিনতাইয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত মাসুদ আজহারের পুরো পরিবার এই হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় ৮০ ঘন্টা ধরে চলা যুদ্ধে পাকিস্তান ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধবিরতির পরের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্বাচিত কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে বিশেষ আলাপ করেছেন প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক। এখানে হাইলাইটগুলি দেওয়া হল:-

প্রায় তিন দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় প্রাক্তন সাংসদ দানিশ আলি বলেন যে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ভারতের জন্য এটিই প্রথম সুযোগ। আমাদের সেনাবাহিনী একটি নির্ণায়ক অবস্থানে পৌঁছেছিল। তারপর যুদ্ধবিরতি ঘটে। তিনি বলেন, তৃতীয় পক্ষ, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতির জন্য ক্রমাগত কৃতিত্ব নিচ্ছেন।

প্রাক্তন সাংসদ বলেন যে ৭০ বছরের ইতিহাসে এটি প্রথমবারের মতো ঘটেছে, কারণ সিমলা চুক্তি অনুসারে, ভারত-পাকিস্তান কেবল দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, সরকারের উচিত এই সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং পেশায় সিএ এস.কে. তিওয়ারি বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ যদি আরও দুই দিন অব্যাহত থাকত, তাহলে পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের সময় পাকিস্তান তিন দিক থেকে বেষ্টিত ছিল। ভারত যখন ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করছিল, তখন সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানে, তার যোদ্ধারা স্থলভাগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করছিল।

তিনি বলেন, যেকোনো যুদ্ধ অর্থনৈতিক ক্ষতি করে কিন্তু পাকিস্তান, যা ইতিমধ্যেই তীব্র আর্থিক সংকটের মুখোমুখি ছিল, দেউলিয়া হয়ে গেছে। এখন সে সারা বিশ্ব থেকে ভিক্ষা করছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জ্ঞানী জৈল সিংয়ের পরিবারের সাথে যুক্ত একজন সুপরিচিত সমাজকর্মী দলীপ পুরি বলেন যে পহেলগামে পাকিস্তান যা করেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

তিনি বলেন, পাকিস্তান, যারা ক্রমাগত পারমাণবিক হামলার হুমকি দিচ্ছিল, তারা মাত্র চার দিনের যুদ্ধের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে যে ভারত আর এসব বিষয়ে ভীত হবে না। আমাদের সেনাবাহিনী ৮০ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে। এটাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব। এল.এস.

প্রধানমন্ত্রী নীরজ চোপড়াকে তার ব্যক্তিগত সেরা থ্রো-র সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১৭ মে, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, দোহা ডায়মন্ড লীগ ২০২৫-এ ৯০ মিটার ছুঁড়ে তাঁর ব্যক্তিগত সেরা থ্রো-র সাফল্যের জন্য নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রী মোদী আরও বলেন, "এটি তার নিরলস নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং আবেগের পরিণাম "।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট – লিখেছেন :

"একটি অসাধারণ কৃতিত্ব! দোহা ডায়মন্ড লীগ ২০২৫-এ ৯০ মিটার ছুঁড়ে তাঁর ব্যক্তিগত সেরা থ্রো-র সাফল্যের জন্য নীরজ চোপড়াকে অভিনন্দন। এটি তাঁর নিরলস নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং আবেগের পরিণাম। ভারত আনন্দিত এবং গর্বিত।"

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে প্রণামী বাক্সে টাকার বন্যা

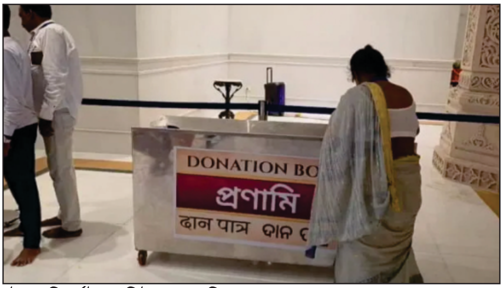

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিঘা এখন আর শুধু একটা সমুদ্র সৈকত নয়, দিঘা বাংলার একটা অন্যতম ধর্মীয় স্থান। আর তা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে গিয়েছে দিঘার জগন্নাথ ধামের দরজা। তার পর থেকেই শুরু হয়েছে দর্শনার্থীদের ভিড়। গত ১৪ দিনে মন্দিরে জমা পড়েছে বিপুল অঙ্কের প্রণামী। কত? জানলে চমকে যাবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জগন্নাথ ধামের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দিয়েছেন। ইসকনের পক্ষ থেকে গত মঙ্গলবার প্রণামী বাক্স খোলা হয়। সেখানেই উঠে আসে প্রায় দশ লক্ষ টাকা জমার চিত্র। আগামী মঙ্গলবার আবার খোলা হবে প্রণামী বাক্স। এতে অঙ্কটা আরও বাড়বে বলেই আশা মন্দির কর্তৃপক্ষের। প্রতিদিনই বহু দূর-দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ ছুটে আসছেন এই নতুন জগন্নাথ ধামে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে একটি মাত্র প্রণামী বাক্স থাকলেও, দর্শনার্থীদের ভিড় এবং জমা পড়া বিপুল অর্থের পরিমাণ দেখে আরও বেশ কয়েকটি প্রণামী বাক্স বসানো হবে আগামী দিনে।

শীর্ষস্থানীয় যোগ প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর জন্য যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগ "যোগ আনপ্লাগড"-কে উৎসাহিত করছে এই কর্মসূচিতে যোগদানের মাধ্যমে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে, ২০২৫

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর জন্য যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগ "যোগ আনপ্লাগড" উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করছে, কারণ নেতৃস্থানীয় যোগ প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য একত্রিত হচ্ছে।

বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক সম্মানিত যোগ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি, কৈবল্যধাম, "যোগ আনপ্লাগড"-এর প্রতি তাঁদের সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়ে প্রভাবশালী যুব-কেন্দ্রিক উদ্যোগের একটি সিরিজ চালু করেছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হল "যোগা ফর ইয়ং মাইণ্ডস" বা "নবীন চিত্তের জন্য যোগাভ্যাস" অভিযান, যেখানে প্রতিষ্ঠান তার অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কমন যোগ প্রোটোকল প্রশিক্ষণে বিনামূল্যে যোগদানের অনুমতি প্রদান করে। এর উদ্দেশ্য হল সারা দেশের ছাত্র এবং তরুণ পরিবর্তনকারীদের জন্য যোগব্যায়ামকে সুলভ করে তোলা। উপরন্তু, কৈবল্যধাম "যোগীনার একটি অনলাইন অফার", এর মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় যোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল বিশ্বব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন "যোগ কানেক্ট"-এ অংশগ্রহণ করার লক্ষ্য রাখে - ।

উদ্ভাবনী এবং আকর্ষণীয় ফর্ম্যাটের মাধ্যমে নবীনদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য গড়ে তোলা এই উদ্যোগটি এই বছরের উদযাপনে বিশেষ মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

১৯২৪ সালে স্বামী কুবলয়ানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, কৈবল্যধাম যোগের অখণ্ড নীতি অনুসরণ করে। কৈবল্যধাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ ঐতিহ্যের একীকরণের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে এই জ্ঞানকে প্রাসঙ্গিক এবং বিশ্বের কাছে সহজলভ্য করা যায়। এটি "যোগ আনপ্লাগড"-এ তাঁদের প্রবেশকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

আগামী দিনে আরও যোগ প্রতিষ্ঠান "যোগ আনপ্লাগড" আন্দোলনে যোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাঁদের এই প্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবেই দেশজুড়ে তরুণদের এই রূপান্তরমূলক যাত্রার অংশ হতে অনুপ্রাণিত করবে।

১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে, আয়ুষ মন্ত্রক ১০টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেছে যা এই বছরের উদযাপনকে রূপ দেবে :

(১) যোগ সঙ্গম - ১,০০,০০০ স্থানে সমন্বিত যোগব্যায়াম প্রদর্শন।

(২) যোগ বন্ধন - ভারত এবং অংশীদার দেশগুলির মধ্যে বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা।

(৩) যোগ পার্ক -সম্প্রদায়গুলির দীর্ঘমেয়াদী সম্পৃক্ততার জন্য নিবেদিতপ্রাণ যোগ পার্কের উন্নয়ন।

(৪) যোগ সমাবেশ - শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগব্যায়াম প্রোগ্রাম।

(৫) যোগ প্রভাব – জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যোগের ভূমিকার উপর দশকব্যাপী ধারাবাহিক গবেষণা।

(৬) যোগ কানেক্ট - একটি ভার্চুয়াল বিশ্বব্যাপী যোগ সম্মেলন যেখানে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য-পরিষেবা পেশাদাররা অংশগ্রহণ করেন।

(৭) হরিত যোগ – বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সঙ্গে যোগব্যায়ামের সমন্বয়ে একটি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ।

(৮) যোগ আনপ্লাগড - যুব-কেন্দ্রিক ইভেন্টগুলি পরবর্তী প্রজন্মকে যোগব্যায়াম করতে অনুপ্রাণিত করবে।

(৯) যোগ মহাকুম্ভ – ১০টি শহরে সপ্তাহব্যাপী যোগ উৎসব, যা এক জাঁকজমকপূর্ণ উদযাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

(১০) সময়োগ - সামগ্রিক সুস্থতার জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যোগব্যায়ামকে একীভূত করে ১০০ দিনের একটি অভিযান।

আয়ুষ মন্ত্রক ভারত এবং বিশ্বজুড়ে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়কে সুস্থতার এই গণআন্দোলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আসুন আমরা ২১শে জুন ২০২৫ তারিখে যোগের রূপান্তরকারী শক্তিকে উদযাপন করি এবং একটি স্বাস্থ্যকর, আরও ছন্দময় জীবনযাপনের পথ গ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় যোগ সঙ্গম অনুষ্ঠান আয়োজন করতে, অনুগ্রহ করে অফিসিয়াল পোর্টালে নিবন্ধন করুন:

তৃণমূল কংগ্রেসে জেলা পুনর্গঠন: অনুব্রতর অবসানের পর নতুন নেতৃত্বের খোঁজে দল

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

তৃণমূল কংগ্রেসে শুক্রবার বড়সড় জেলা পুনর্গঠন ঘটল। দলের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সৈনিক অনুব্রত মণ্ডলকে সরিয়ে দেওয়া হল বীরভূম জেলা সভাপতির পদ থেকে। তবে এই পদে নতুন কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত ন'সদস্যের কোর কমিটিকেই বীরভূমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দলের এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, "সিবিআই ও ইডির হাতে অনুব্রত ও তাঁর মেয়ের গ্রেফতারি, এবং তাদের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচার, তৃণমূলের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় দুই বছর জেল খাটার পর ২০২৪ সালে জামিনে মুক্ত হন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর অপসারণকে দলের নতুন দিশার ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

মুর্শিদাবাদে স্থিতাবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন:

মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর ইউনিটে চেয়ারম্যান হিসাবে থাকছেন প্রাক্তন মন্ত্রী জাকির হোসেন। সভাপতি হিসেবে বহাল থাকছেন সাংসদ খলিলুর রহমান, যদিও গত মাসের ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় হওয়া হিংসাত্মক আন্দোলনের পর তাঁকে ঘিরে দলের অন্দরেই উঠেছিল অসন্তোষের সুর।

বহরমপুর ইউনিটে সভাপতি হিসাবে বহাল রয়েছেন কাঁদি কেন্দ্রের বিধায়ক অপূর্ব সরকার। তবে চেয়ারম্যান পদে এসেছে পরিবর্তন—রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরির স্থানে দায়িত্ব পেয়েছেন হরিহরপাড়া বিধায়ক নিয়ামত শেখ।

বাঁকুড়া ও নদিয়ায় নারীদের নেতৃত্বে আসার বার্তা:

বাঁকুড়া জেলায় সভাপতির পদে আরূপ চক্রবর্তীর পরিবর্তে দায়িত্বে এলেন মহিলা নেত্রী অলোকা সেন মজুমদার। দলের মহিলাশক্তির উত্থানকেই এই রদবদল নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নদিয়ার কৃষ্ণনগর ইউনিটে কোনও পরিবর্তন হয়নি—এলাকার সাংসদ মহুয়া মৈত্রই রয়ে গিয়েছেন সভাপতি পদে।

দলের অভ্যন্তরীণ বার্তা ও ভবিষ্যতের দিশা:

এই পুনর্গঠন থেকে স্পষ্ট, তৃণমূল নেতৃত্ব দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত নেতাদের পাশে না দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা ও নেত্রীদের সামনে আনতে চাইছে। পাশাপাশি, নারীদের উচ্চ নেতৃত্বে আনা এবং সাংগঠনিক ভারসাম্য রক্ষাই এই রদবদলের মূল লক্ষ্য বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

দলের একটি শীর্ষ সূত্র বলেছে, "২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দল ভিত শক্ত করতে চাইছে। সেই কারণেই এই পুনর্গঠন জরুরি ছিল।"

নতুন নেতৃত্ব কতটা দক্ষতার সঙ্গে দলের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এখন সেটাই দেখার।

পিএম-জনমন পরিপূর্ণতা প্রচারাভিযান

নতুন দিল্লি: ১৬ মে ২০২৫

ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব শ্রী বিভু নায়ার প্রধানমন্ত্রী জনমন প্রকল্পের কাজে দ্রুত পরিপূর্ণতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। নতুন দিল্লিতে পিএম-জনমন সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি বলেন, পিএম জনমন কর্মসূচি যাতে সমস্ত স্তরে ১০০ শতাংশ রূপায়িত করা যায়, সেজন্য এক মাস অন্তর এই ধরনের বৈঠক করা উচিত।

এক দিনের এই পর্যালোচনা বৈঠকে পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রকল্প রূপায়নের পথে যে সব বাধা তৈরি হচ্ছে, সেগুলি দূর করার ওপর জোর দেওয়া হয়। একেবারে গ্রাম স্তর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে যাতে সমন্বয় গড়ে তোলা যায়, সে সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে যে সব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে -

* স্বাস্থ্য, অঙ্গনওয়াড়ি এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আবশ্যিক পরিষেবাগুলির সঙ্গে বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক কেন্দ্রগুলির (এমপিসি) পরিচালনগত কাজকর্মের উন্নতি

* সমস্ত বন ধন বিকাশ কেন্দ্রে ব্যবসায়িক কাজকর্মের সূচনা

* পাকা বাড়ির অনুমোদন ও সেগুলির দ্রুত সমাপ্তি এবং আধার প্রভৃতির মতো আবশ্যিক নথিপত্রের সহজলভ্যতা

* বসতিস্থলগুলিতে রাস্তার অনুমোদন এবং চালু থাকা রাস্তার কাজগুলির দ্রুত সমাপ্তি

* ভ্রাম্যমান মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যার ওপর নজরদারি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা,

* গ্রামগুলিতে নলবাহিত জল সংযোগ,

* প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী জন জাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে নতুন দিল্লির ডঃ আম্বেডকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় ৯টি মন্ত্রক ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত করা হয়।

সিনেমার খবর

সেটে নায়িকার চড়, ৩ বছর পর প্রতিশোধ নেন ঋষি কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কাপুর পরিবার বলিউডের অন্যতম সেরা। পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর, শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, রণধীর কাপুর, ঋষি কাপুর থেকে শুরু করে রণবীর কাপুর, ৪ প্রজন্ম ধরে পর্দায় তাদের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে আসছে। রাজ কাপুরকে বলিউডের শোম্যান বলা হয়। তিনি কেবল পর্দার সামনেই নন, পর্দার আড়ালেও ইন্ডাস্ট্রিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার হাতে তৈরি হয়েছেন অনেক তারকা। তার ছেলে ঋষি কাপুরও রাজের হাতে তৈরি। তবে ঋষিকে চড় মেরেছিলেন এক নায়িকা! যার প্রতিশোধ নিয়েই ছেড়েছিলেন তিনি।

৪০ বছর ধরে বলিউডে কাজ করেছেন ঋষি কাপুর। এই ৪০ বছরে তিনি একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন, যা পর্দায় প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'শ্রী ৪২০' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে অভিষেক হওয়া চিন্টু জি ১৯৭০ সালে 'মেরা নাম জোকার' সিনেমায় তার বাবার শৈশবের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নেন। ১৯৭৩ সালে তিনি 'ববি' সিনেমার মাধ্যমে নায়ক হিসেবে প্রবেশ করেন।

ঘটনাটি ১৯৮২ সালের এবং সেই থাপ্পড় মারার পেছনের কারণ ছিলেন রাজ কাপুরই। আসলে আশির দশকে, রাজ কাপুর 'প্রেম রোগ' সিনেমা তৈরি করছিলেন, যা হিট হওয়ার পাশাপাশি

আজকের সিনেমার কাল্ট সিনেমাগুলোর মধ্যেও গণ্য হয়। এই সিনেমায় ঋষি কাপুর মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন এবং তার বিপরীতে ছিলেন পদ্মিনী কোলহাপুরে। সিনেমায় একটি দৃশ্য ছিল যেখানে পদ্মিনীর ঋষিকে চড় মারতে হয়েছিল। রাজ সাহেব আসলে অভিনেত্রীকে তার ছেলেকে জোরে থাপ্পড় মারতে বাধ্য করেছিলেন যাতে দৃশ্যটি বাস্তব দেখায়। অভিনেত্রী নিজেই এই বিষয়টি জানান।

পদ্মিনী কোলহাপুরে একটি সাক্ষাৎকারে এই গল্পটি শেয়ার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, আমাকে চিন্টুকে চড় মারতে হয়েছিল এবং স্পষ্টতই, এটি সাধারণত একটি অ্যাকশনে ঘটে। রাজ কাকা তিনি চেয়েছিলেন আমি তাকে জোরে চড় মারি। তিনি বললেন, তুমি চড় মার, আমি চাই শটটি একেবারে বাস্তব হোক।

তিনি বলেন, আমি চড় মারছিলাম, কিন্তু শটটি নিখুঁতভাবে বের হচ্ছিল না। ঋষিও চেয়েছিলেন শটগুলো আসল হোক। ও আমাকে বলল, তুমি যাও এবং আমাকে থাপ্পড় মার।

পদ্মিনী কোলহাপুরে আরও যোগ করেছেন, প্রথম টেকে, আমার হাতটি কেবল সেই সুইং দিয়ে শুরু করত এবং গালের কাছে ধীর হয়ে যেত। কিছু না কিছু ভুল হতেই থাকল, কখনো ক্যামেরার সমস্যা, কখনো আলোর সমস্যা, কখনো কারিগরি সমস্যা... আর আমাকে তাকে ৭-৮ বার থাপ্পড় মারতে হলো।

অভিনেত্রী আরও জানান যে, ঋষি তাকে বলেছিলেন যে, একদিন তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। মজার ব্যাপার হলো, যখন দুই তারকাই 'রাহি বাদল গে' সিনেমার শুটিং করছিলেন এবং অভিনেতা তাকে চড় মারতে বাধ্য হন, তখন প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, ঋষি কাপুর মাত্র একটি টেকে শটটি সম্পন্ন করেন।

'প্রেম রোগ' এবং 'রাহি বাদল গায়ে' ছাড়াও পদ্মিনী কোলহাপুরে এবং ঋষি কাপুর 'ইয়ে ইশক নাহি আসান', 'জামানে কো দেখানা হ্যায়', 'পেয়ার কাবিল' এবং 'হাওয়ালাত'-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন।

পদ্মিনী কোলহাপুরে এবং ঋষি কাপুরের প্রেম রোগ, ১৯৮০-এর দশকের কয়েকটি সিনেমার মধ্যে একটি ছিল যেখানে বিধবা পুনর্বিবাহের বিষয়টি খোলাখুলিভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। সিনেমাটি সেই বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা হয়। সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন রাজ কাপুর।

মেট গালায় নজর কাড়লেন প্রিয়াঙ্কা-নিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টে চলতি বছরের 'মেট গালা ২০২৫' যেন এক তারকাময় মিলনমেলা। একের পর এক চমকপ্রদ উপস্থিতির মধ্যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের যুগল এন্ট্রি রীতিমতো আলোচনার কেন্দ্রে। শাহরুখ খানের ঐতিহাসিক রেড কার্পেট ওয়াকের পর, এই দম্পতির হাতে হাত রেখে প্রবেশ যেন আরও এক রাজকীয় মুহূর্ত উপহার দিল বিশ্ব ফ্যাশন দুনিয়াকে।

প্রিয়াঙ্কা এদিন পরেছিলেন সাদা রঙের উপর কালো পোলকা ডটের কো-অর্ড সেট। মাথায় বড় কালো টুপি ও মানানসই গয়নায় নজর কেড়েছেন তিনি। অন্যদিকে, নিকও

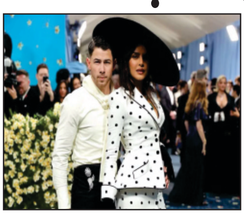

সাদা-কালো থিম বজায় রেখে তারকা জৌলুসে মঞ্চ মাতিয়েছেন। রেড কার্পেটে পা রেখে, ক্যামেরার সামনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরা এবং একসঙ্গে পোজ দেওয়া মুহূর্তগুলো ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নিকের ভদ্রতা ও যত্নশীল আচরণও মন জয় করেছে ভক্তদের। রেড কার্পেটের আগে হোটেলের বাইরে অনুরাগীদের সঙ্গে দেখা করেন এই দম্পতি। এমনকি প্রিয়াঙ্কাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার মতো ছোট্ট মুহূর্তও নজর এড়ায়নি ভক্তদের চোখ থেকে। সবাই বলছেন, নিক নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ স্বামী।

এদিকে, মেট গালার রেড কার্পেটে প্রথম ভারতীয় পুরুষ অভিনেতা হিসেবে উপস্থিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন শাহরুখ খান। সব্যসাচী মুখার্জির নকশা করা রাজকীয় পোশাকে, হাতে লাঠি, গলায় 'K' অক্ষরের লকেট, এবং বিলাসবহুল গয়নায় তিনি যেন এক জীবন্ত কিং। তার এই উপস্থিতিও ছিল বছরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ।

মেট গালায় ইতিহাস গড়লেন শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিউইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ বসেছে ফ্যাশনের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস রাত মেট গালা ২০২৫। এই বছর, বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান সেখানে প্রথম ভারতীয় হিসেবে হাজির হয়ে সাড়া ফেলে দিলেন বিশ্বজুড়ে। একেবারে রাজকীয় ভঙ্গিমায় রেড কার্পেটে প্রবেশ করে, নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে চমকে দিলেন উপস্থিত সবাইকে।

৫৯ বছর বয়সী এই তারকা পরেছিলেন ভারতীয় ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির নকশা করা পোশাক। থিম ছিল 'টেইলর্ড ফর ইউ' এবং 'সুপারফাইন: টেইলরিং ব্ল্যাক স্টাইল'। তার পোশাকের বিশেষত্ব ছিল 'তাসমানিয়ান সুপারফাইন উল'-এ তৈরি লম্বা কোট, মনোগ্রাম করা 'জাপানি হর্ন বোতাম', এবং হাতে থাকা 'দ্য বেঙ্গল টাইগার হেড ক্যান' – যা তৈরি হয়েছে ১৮ ক্যারেট সোনা, ট্যুরমালাইন, নীলকান্তমণি এবং পুরোনো খনি থেকে সংগৃহীত হীরার সংমিশ্রণে। গলায় পরেছিলেন 'K' অক্ষর খচিত নেকলেস, যা তার বলিউডের 'কিং' ইমেজকে শ্রদ্ধা জানায়।

রেড কার্পেটে হাঁটার সময় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, এক বিদেশি সাংবাদিক শাহরুখকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি একটু অবাক হয়ে হেসে বলেন, 'হাই, আমি শাহরুখ।' পরে তাকে পোশাক এবং ডিজাইনারের বিষয়ে বলতে বলা হলে, তিনি হাসিমুখে সব্যসাচীর নাম বলেন এবং পোশাকের পেছনের ভাবনা শেয়ার করেন।

ভোগ ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মেট গালায় প্রথম ভারতীয় পুরুষ বলিউড তারকা হিসেবে উপস্থিত হয়ে কেমন লাগছে। উত্তরে বিনীতভাবে বলেন, 'আমি জানি না ইতিহাস তৈরি করছি কিনা, তবে আমি নার্ভাস, আমি এক্সাইটেড আর সব্যসাচী আমাকে রাজি করিয়েছে এখানে আসতে।'

তিনি আরও বলেন, তার পরা পোশাকটি ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক এবং এতে তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং স্টাইলিশ অনুভব করছিলেন। বরাবরই কালো-সাদা পোশাকের প্রতি টান আছে তার, তাই এই লুক তার কাছে ছিল একদম পারফেক্ট।

মাদ্রিদ ওপেনে হেরে অবসরের ইঙ্গিত দিলেন জোকোভিচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নোভাক জোকোভিচের বয়স ৩৭। ক্যারিয়ারের একেবাড়ে পড়ন্তবেলায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। বেশি দিন যে খেলবেন না সেটার আগাম ইঙ্গিতই হয়তো দিয়ে দিলেন এই সার্বিয়ান। মাদ্রিদ ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে বিধ্বস্ত হওয়ার পর জানিয়েছেন, হয়তো এটাই ছিল মাদ্রিদ ওপেনে তার শেষ অংশগ্রহণ।

শনিবার ইতালির মাত্তেও আরনালদির কাছে হেরেছেন আসরের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ। চতুর্থ বাছাইয়ের কাছে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হেরেছেন তিনি। তার পরেই জানান, এই টুর্নামেন্টে আর ফিরবেন কিনা সেটা নিশ্চিত নন তিনি।

ট্যুর পর্যায়ে শততম শিরোপা জয়ের খোঁজে থাকা জোকোভিচ মার্চের শেষে মায়ামি ওপেনেও

অপ্রত্যাশিত হার দেখেছেন। তারপর এই মাসে মন্তে কার্লোতেও বিদায় নিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। টানা তিনটি পরাজয়ই সরাসরি সেটে এসেছে। তাই টানা পরাজয় জোকোভিচকে ভালোবোধ করতে দিচ্ছে না, অবশ্যই এভাবে হারলে তো ভালো লাগবে না। তবে এই বছর আমার এমন কয়েকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে,যেখানে প্রথম রাউন্ডেই দুর্ভাগ্যবশত হেরেছি।

তিনি বলেন, এখানে ইতিবাচক দিক হলো মন্তে কার্লো বা অন্য টুর্নামেন্টের চেয়ে নিজেকে বেশি উপভোগ করেছি। কিন্তু যে পর্যায়ে আমার টেনিস থাকার কথা, সেখানে তা নেই। তবে এটাই সত্যি। আমি ভালো খেলোয়াড়ের কাছে হেরেছি।

২০২৩ সালে চারটি বড় টুর্নামেন্টের মধ্যে তিনটি জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ফর্ম ধরে রাখতে পারেননি জোকোভিচ। তার জায়গায় শিরোপা জেতেন ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজ। জোকোভিচ স্বীকার করে নিচ্ছেন সেই বাস্তবতা, এটা আমার জন্য নতুন বাস্তবতা, এটা বলতে হবে। এখন ম্যাচ জেতার জন্য লড়ছি, আর বেশি দূর যাওয়ার কথা ভাবছি না। ২০ বছরেরও বেশি পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ারের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতি, তাই এটা আমার জন্য মানসিকভাবে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন নিয়মিতই টুর্নামেন্টের শুরুতেই বিদায় নিতে হচ্ছে। কিন্তু এটাই জীবনচক্র আর ক্যারিয়ারের চক্র, শেষ পর্যন্ত এটা ঘটারই কথা ছিল।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার গালভান আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আর্জেন্টিনার ১৯৭৮ বিশ্বকাপজয়ী দলের ফুটবলার লুইস গালভান মারা গেছেন। সোমবার ৭৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।

এক বিবৃতিতে এএফএ জানায়, এই কঠিন সময়ে এএফএ এবং এর নেতৃত্ব তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি হৃদয় থেকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কর্দোবার রেইনা ফাবিওলা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন গালভান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৭৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। সেই ফাইনালে সেন্টার-ব্যাক পজিশনে খেলেছিলেন গালভান।

এরপর ১৯৮২ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও খেলেছিলেন এই সেন্টারব্যাক। ১৯৮৩ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়ার আগে ৩৪বার আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন তিনি।

১৯৭০ সালে আর্জেন্টিনার ক্লাব তালেরেস দে কর্দোবায় ফুটবল ক্যারিয়ারে হাতেখড়ি গালভানের। টানা ১২ বছর পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে খেলেন তিনি। মাঝে বলিভিয়ার ক্লাব বলিভারে খেলে ১৯৮৬ সালে আবার শৈশবের ক্লাবে ফেরেন। দুই দফায় ১৭ মৌসুমে ক্লাবটির হয়ে ৫০৩টি ম্যাচ খেলেন, যা ক্লাবটির হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড।

ইপিএলে ইউনাইটেডকে হারিয়েছে চেলসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) শুক্রবার রাতের উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয় পেয়েছে চেলসি।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সফরকারী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে প্রথমার্ধে গোল না পাওয়ায় ষষ্ঠ স্থানে নেমে যাওয়ার শঙ্কায় পড়ে চেলসি। তবে ম্যাচের ৭১তম মিনিটে মার্ক কুকুরেয়ার হেডে বল জালে জড়ালে জয় নিশ্চিত হয় স্বাগতিকদের। এই জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের পরবর্তী মৌসুমের টিকিট প্রায় নিশ্চিত করে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ব্লুজরা।

চেলসির সামনে এখন সহজ সমীকরণ, লিগের শেষ ম্যাচে

নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে জয় পেলেই চ্যাম্পিয়নস লিগের টিকিট নিশ্চিত। তবে ফরেস্টের সামনেও আছে ইউরোপের সেরাদের মঞ্চে খেলার সুযোগ।

ম্যাচ শেষে চেলসি খেলোয়াড় কুকুরেয়া বলেন, ‘ধাপে ধাপে আমরা দারুণ কিছু গড়ে তুলছি। এখন মাত্র দুটি ম্যাচ বাকি, আমরা একসঙ্গে অসাধারণ কিছু করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, এখন সবকিছু আমাদের হাতেই।’

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR